[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মৃত্যু, ২০ দিনের ব্যবধানে মারা গেল ৬জন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুহয়েছে । শনিবার রাতে পৌর এলাকার চতুড়া ও দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, উপজেলার পৌর এলাকার চতুড়া গ্রামের শুভ’র ছেলে রাব্বি
(৫) রাতে বাবা মায়ের পাশে ঘুমিয়ে ছিল। এসময় ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু ছেলেটিকে সাঁপে কামড় দেয়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। সেখানে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে শিশুটি মারা যায়।

এছাড়া দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে বিল্লাল হোসেনের ছেলে তাহসিন (৯) ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিল। রাত ২টার দিকে বিষাক্ত সাপে কামড় দেয়। পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভোরে ছেলেটি মারা যায়।

শিশুটির পিতা বিল্লাল হোসেন জানায়, তার ছেলেকে সাঁপে কামড় দিলে প্রথমে ওঝা কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলে ছেলেটি সুস্থ্য হয়ে যায় ।

নিশ্চিত হতে মনের সন্দেহ দূর করতে ছেলেকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে ছেলেটি মারা যায়। অভিযোগ করে বলেন, সুচিকিৎসা পাবার আশায় হাসাপাতালে সাপ ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সঠিক চিকিৎসা না দিয়ে অবহেলা করা হয়েছে। প্রথমে হাসপাতালে কোনো ডাক্তার ও নার্স ডেকে পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসী জানায়, সাপে কাটা রোগিগুলো হাসপাতালে নিয়ে ইনজেকশন দেবার সাথে সাথে মারা যাচ্ছে। সব সমস্যার সমাধান হলেও এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারছেনা। এই শাখাকানন, কালাচ নামে পরিচিত সাঁপে কামড়ানো ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার রেকর্ড খুবই কম।

তাহলে কেন এর এন্টিভেনম ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রাখা হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত হাসপাতালে যেয়ে কেউ বাঁচতে পারিনি।

এদিকে সাঁপের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকাবাসী আতংকিত হয়ে পড়েছে।

২০ দিনের ব্যবধানে শৈলকুপা উপজেলায় সাঁপের কামড়ে ৪ শিশুসহ ৬জনের মৃত্যুহয়েছে। সাঁপের উপদ্রব বন্ধে ও সাঁপে কাটা রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জেলাবাসীর অভিযোগ।

গাংনীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম শুরু

“আমার স্বাস্থ্য আমার দায়িত্ব” এই স্লোগান কে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ব্যাপী সপ্তাহ জুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিছন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গাংনী উপজেলার ৮৯ গ্রামে একযোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার অভিজান শুরু হয়। এতে করে প্রতিটি গ্রামের ‘গ্রাম উন্নয়ন দল ও গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

উক্ত ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ করছে।

গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উক্ত ক্যাম্পেইন করতে সহায়তা করেন, বেসরকারি সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাথুলী ইউনিয়নের ইউ সি বাশারুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে যাতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ

করছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বামুন্দি ইউনিয়নের ইউ সি হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, আমাদের নিজেদের এলাকা নিজে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এজন্য আমাদের প্রশিক্ষণ ইয়ুথ লিডার ও সেচ্ছাব্রতিরা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানাই উক্ত কাজকে। আমাদের প্রজেক্টর তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা চলছে। গাংনী উপজেলার সকল মানুষকে উক্ত কাজে যুক্ত হবার আহবান জানায়।

একদিনে আরও ৩৪ জনের প্রাণহানি, আক্রান্ত ১৯৭৩

এই সময়ে ১ হাজার ৯৭৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৮০১টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯৭৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ২৭ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের

মধ্যে ২৪ পুরুষ ও নারী ১০ জন। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৯৪১ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬০ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

‘সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলার পরিবেশ হয়নি’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন মনে করেন, সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার মতো পরিবেশ এখনও হয়নি। আর স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপের অনুমোদন এখনও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফেরত আসেনি।

রবিবার (২৩ আগস্ট) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে মার্চে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

ঘোষণার মধ্যে ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন একটাও খুলবে না। অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ থাকবে যদি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকে। যখন এটা থামবে তখন আমরা খুলবো।

প্রধানমন্ত্রীর কথার জের ধরে সাংবাদিকরা প্রাথমিক সচিবের কাছে জানতে চান- সেপ্টেম্বরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে কি-না; এসময় সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু গতকাল বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে এখনও কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। আপনারা নিজেরাও বোঝেন আসলে পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি হয়নি।

‘এখন যে অবস্থা, এখনও কিন্তু ২০-২২ শতাংশ আক্রান্ত। সেই হিসাবে আমাদের শিশুদের-শিক্ষকদের…; স্কুল খুললে অভিভাবকেরা চলে আসবে। তাদের আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলব কেন, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করছি যে আসলে তো এখনও পরিবেশ তৈরি হয়নি। ’

সচিব বলেন, উন্নত দেশ যারা স্কুল খুলেছিল, তারাও কিন্তু এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করছি যে, আমাদের বাচ্চাদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলাটাই সমীচীন হবে।

করোনার কারণে এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বদলে স্কুলে স্কুলে নেওয়ার প্রস্তাব করে গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ পাঠায় প্রাথমিক মন্ত্রণালয়।

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সচিব বলেন, আমরা বলেছি যে স্ব স্ব স্কুলগুলো পরীক্ষা নেবে যদি খুলতে পারে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য প্রস্তাবনা আছে। এর বাইরে হচ্ছে যে স্কুলগুলোর, যদি পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্ব স্ব স্কুল পরীক্ষা নেবে। তবে সেই অনুমোদন এখনও আসেনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারের ভ্রাম্যমাণ অভিযান

পুরাতন মড়কে সিগারেট বিক্রির অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীতে এক মুদী ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার দুপুরে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে মিজান স্টোরের সত্বাধিকার মিজানুর রহমানের নিকট থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে ২২ হাজার ৯শ’ ৮০ টাকা মূল্যের ১৪ হাজার ৬শ’ ৮০ শলাকা সিগারেট ।

মিজান স্টোরের সত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বাঁশবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মরহুম হাজী আজিজুর রহমানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম।

এইড ফাউন্ডেশন এর প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দোলা রেজা ও জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম।

মেহেরপুরের গাংনীতে ঝুলন্ত অবস্থায় বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পালান বিশ্বাস (৭০) নামের এক বৃদ্ধ’র মৃতদেহ উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ রোববার সকালে উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম মাঠপাড়ার গোরস্থানের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা গোরস্থানের পাশে ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনা স্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত পালান বিশ্বাস উপজেলার চর গোয়াল গ্রাম মালিথা পাড়ার মৃত আকুল বিশ্বাসের ছেলে। তবে এটা হত্যা না আত্মহত্যা এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে গোরস্থান মাঠে একটা বৃদ্ধ’র লাশ ঝুলতে দেখে লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে বৃদ্ধের লাশ উদ্বার করে। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যা না আত্যহত্যা ময়না তদন্ত শেষে পরিস্কার হওয়া যাবে।

আবারও তাহেরের কলা চাষে দূর্বৃত্তের হামলা

মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকের পিছনের মাঠে কলা চাষি আবু তাহের দুর্বৃত্তদের কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন। মাস যেতে না যেতে আবারও দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। যার ব্যবসায়িক মূল্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত আব্দার আলীর ছেলে আবু তাহেরের দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

কলা চাষি আবু তাহের জানান, প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার সকালে কলাবাগান দেখতে মাঠে যাই। গিয়ে দেখি দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা গাছের কলা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ে আছে জমিতে।

গতমাসেও আমার এই একই জমিতে নয় শত কলা কেটে দিয়েছিলো আজ আবার ও

দিয়েছে সব মিলিয়ে আমি এখন পথে বসে গেছি।

এই করোনা মহামারীতে যেটুকু সম্বল ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, সার ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণ করে সার নিয়ে একটু লাভের আশায় কলা চাষ করেছিলাম। কিন্তু এখন কি করে টাকা পরিশোধ করবো। এখন তো বাকি কলাও রইলো না সব মিলিয়ে এখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি।

এ ব্যাপারে মহেরপুর সদর থানার এস আই মোস্তাফিজ জানান, কলা কাটার বিষয় টি নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এটা নিয়ে তদন্ত করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted]/[redacted]/[redacted] [redacted] [redacted] [